TRANSLATION DEPARTMENT

সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ-এর পঞ্চম সাহাবী

হযরত সায়্যিদুনা
তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رضي الله عنه

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া (দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

সিলসিলায়ে ফয়যানে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ-এর পঞ্চম সাহাবী

হযরত মায়্যিদুনা
তালহা বিন উবায়দুল্লাহ رضي الله عنه

উপস্থাপনায়

আল মাদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস

(দাওয়াতে ইসলামী)

I.T. Majlis of Dawatelslami

শোবা-এ বয়ানাতে মাদানী চ্যানেল

প্রকাশক

মাকতাবাতুল মদীনা

(দাওয়াতে ইসলামী)

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম : **হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ** رَضِیَ اللہُ عَنْہُ

উপস্থানায় : আল মাদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(শোবায়ে বয়ানাতে মাদানী চ্যানেল)

প্রকাশকাল : .....

প্রকাশক : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়নপত্র

তারিখ: ১৫ রবিউস সানী ১৪৩২ হি: **সূত্র: ১৬৯**

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

এই মর্মে সত্যায়ন করা হচ্ছে যে,

“হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ”

নামক কিতাবটি (মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত) মজলিসে তাফতীশে কুতুব ওয়া রসায়েল-এর পক্ষ থেকে নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিস এটিকে কুফরী আকিদা সম্বলিত বাক্য, নৈতিকতা, ফিকহী মাসআলা এবং আরবি বাক্য ইত্যাদি যথাসাধ্য পর্যালোচনা করেছে। তবে কম্পোজিং বা লেখার ভুলের জন্য মজলিস দায়ী থাকবে না।

মজলিসে তাফতীশে কুতুব ওয়া রসায়েল (দাওয়াতে ইসলামী)
২০-০৩-২০১১

E.mail : ilmia26@dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাব ছাপানোর অনুমতি নেই।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

এই রিসালাটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত ৫
আল মাদীনাতুল ইলমিয়া ৬
প্রথমে এটি পড়ে নিন ৮
দরূদ শরীফের ফযিলত ১০
বসরার পাদ্রী এবং কুরাইশী ব্যবসায়ী ১০
কুরাইশী ব্যবসায়ীর পরিচিতি ১৩
নাম ও বংশ: ১৩
শারীরিক গঠন: ১৩
নবী-রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام -এর সাথে নিসবত ১৪
ভালো নাম রাখা সন্তানদের অধিকার ১৪
কেমন নাম রাখা উচিত? ১৫
নামের প্রভাব ১৬
প্রকৃত ব্যবসা ১৮
আল্লাহ পাকের সাথে ব্যবসার লাভ ১৯
হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর দৈনিক লাভ ২০
দুনিয়ার তুচ্ছতা ২১
ভালোবাসার চাবিকাঠি ২১
দানশীলতা, দুনিয়া বিমুখতার চাবিকাঠি ২২
সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর দানশীলতা ২২
না চাইতেই দান ২৪
হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর তাওয়াক্কুল ২৪
ক্ষুধার্ত বাঘ ২৪
মুরগীর তাওয়াক্কুল ২৬
সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর উপাধি ২৭

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ফযিলত..... ২৮
সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام-এর সালাম..... ২৯
জান্নাতী প্রতিবেশী ২৯
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল ৩০
শাহাদাতের সুসংবাদ..... ৩০
নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর পরিবারের সাথে সম্পর্ক:.....৩১
৩৬ হিজরত.....৩১
ভ্রাতৃত্ব ও ভাইয়ের বন্ধন..... ৩২
আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা ৩২
দুনিয়ার সম্পদের সাথে আখেরাতের পুরস্কারও..... ৩৪
বীরত্ব ও সাহসিকতা.....৩৫
ফেরেশতারা ডানার উপর তুলে নেন:.....৩৬
বীরত্বের সত্তরটিরও বেশি পদক.....৩৮
মান্নত পূরণকারী ৩৯
বা-আদব বা-নসীব.....৪০
নম্রতা ও বিনয় ৪১
হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা.....৪২
শেষ সফর ৪৩
সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর শ্রদ্ধাঞ্জলি ৪৪
হত্যাকারীর জন্য জাহান্নামের সংবাদ ৪৪
এক কবর থেকে অন্য কবরে.....৪৪
থে তো আ-বা ওহ তুমহারে হি, মাগার তুম কিয়া হো?..... ৪৬
উৎস ও তথ্যসূত্র ৪৭

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই রিসালাটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের অপেক্ষা উত্তম।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, খণ্ড ৬, ৫৮১ পৃ:)

দু'টি মাদানী ফুল:

۞ ভালো নিয়্যত ছাড়া কোনো নেক কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

۞ যত বেশি ভালো নিয়্যত, তত বেশি সাওয়াব।

১. প্রত্যেকবার হামদ, ২. সালাত এবং ৩. তায়াউয ও ৪. তাসমিয়া দ্বারা আরম্ভ করবো। (এই পৃষ্ঠার উপরে দেওয়া দুটি আরবি বাক্য পড়ে নিলে চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) ৫. যথাসম্ভব অযু সহকারে এবং ৬. কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করব। ৭. কুরআনের আয়াত এবং ৮. হাদিসে মুবারকার যিয়ারত করব। ৯. যেখানে যেখানে 'আল্লাহ'-এর পবিত্র নাম আসবে, সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং ১০. যেখানে যেখানে 'রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর'-এর সম্মানিত নাম আসবে, সেখানে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়ব। ১১. শরয়ী মাসআলা শিখব। ১২. যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারি, তবে আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করব। ১৩. সাহাবীদের জীবনীর উপর আমল করার চেষ্টা করব। ১৪. কিতাবে কোনো শরয়ী ভুল পেলে প্রকাশকদের লিখিতভাবে জানাব। (লেখক বা প্রকাশকদের কিতাবের ভুল শুধু মৌখিকভাবে বলা বিশেষ উপকারী হয় না)।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মাদীনাতুল ইলমিয়া

লেখক: শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন 'দাওয়াতে ইসলামী' নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন এবং শরীয়তের জ্ঞানের প্রচারকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প রাখে। এই সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য একাধিক মজলিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হলো "আল মাদীনাতুল ইলমিয়া"। এটি দাওয়াতে ইসলামীর ওলামা ও মুফতিয়ানে কিরাম كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى -এর সমন্বয়ে গঠিত, যেটা খাঁটি ইলমী, গবেষণামূলক এবং প্রকাশনার কাজের দায়িত্ব নিয়েছে। এর নিম্নোক্ত ছয়টি বিভাগ রয়েছে:

(১) শোবায়ে কুতুবে আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه
(২) শোবায়ে দরসী কুতুব
(৩) শোবায়ে ইসলাহী কুতুব
(৪) শোবায়ে তারাজিম কুতুব
(৫) শোবায়ে তাফতীশে কুতুব
(৬) শোবায়ে তাখরীজ

www.dawateislami.net

"আল মাদীনাতুল ইলমিয়া"-এর প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সরকারে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, আযীমূল বরকত, আযীমূল মারতাবাত, পারওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামীয়ে সুন্নাত, মাহীয়ে বিদ'আত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরিকত, বা'ইসে খাইর ও বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর লিখিত মূল্যবান কিতাবগুলোকে বর্তমান যুগের চাহিদা অনুযায়ী যথাসাধ্য সহজ পদ্ধতিতে পেশ করা। সমস্ত ইসলামী ভাই ও বোনেরা এই ইলমী, গবেষণামূলক ও প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করুন এবং মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও অধ্যয়ন করুন এবং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন।

আল্লাহ পাক 'দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত মজলিস, যার মধ্যে "আল মাদীনাতুল ইলমিয়া" অন্তর্ভুক্ত, কে দিন দিন উন্নতি দান করুক এবং আমাদের প্রত্যেক নেক আমলকে ইখলাসের অলঙ্কারে সজ্জিত করে উভয় জাহানের কল্যাণের কারণ বানিয়ে দিক। আমাদেরকে সবুজ গুম্বুযের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে ঠিকানা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিঃ

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

পৃথিবীর চারদিকে হতাশা ও বঞ্চনার অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল, মানবতা নৈতিক অধঃপতনের শিকার ছিল, এমন সময় জগতের মুক্তিদাতা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমন করেন এবং সেই সমস্ত শেকল কেটে দেন, যাতে মানবতা খুব বাজেভাবে বাঁধা ছিল। আর তাঁর প্রশিক্ষণের প্রভাবে মানবতা নৈতিক অধঃপতন থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে শুরু করে।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিন-রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেই সৌভাগ্যবানদের তৈরি করেছিলেন, তারা তাঁর ভালোবাসা ও প্রেমে এতই বিভোর ও আত্মহারা ছিলেন যে, তাঁদের আক্বার ইশারায় সবকিছু কুরবান করে দেওয়াকে সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করতেন। হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর প্রতিটি হুকুমের আনুগত্য করা এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাঁদের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে গিয়েছিল। আর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আশিকগণ নিজেদের অতুলনীয় মুহাব্বতের প্রমাণ দিয়ে যখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উপর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ শোনান:

رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

(পারা ২৮, সূরা মুজাদালা, আয়াত: ২২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবুয়তের ফয়েয দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির সুসংবাদপ্রাপ্ত এই মহান ব্যক্তিরা ইসলামের প্রচার ও

www.dawateislami.net

প্রসারের জন্য যে ত্যাগ দিয়েছেন, তার প্রকৃত প্রতিদান তো অবশ্যই তারা আখেরাতে পাবেন, কিন্তু কিছু মহান ব্যক্তি এমনও ছিলেন যাদের দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হয়েছিল। যদিও বিভিন্ন সময়ে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম অনেকেই আছেন, কিন্তু দশজন এমন মহান ও সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আছেন, যাদেরকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে একসাথে নাম নিয়ে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এই সৌভাগ্যবানদেরকে 'আশারায়ে মুবাশ্শারা' নামে স্মরণ করা হয়। তাঁদের সম্মানিত নামগুলো হলো: ১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক, ২. হযরত উমর ফারূক, ৩. হযরত উসমান গণী, ৪. হযরত আলী মর্তূজা, ৫. হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, ৬. হযরত যুবাইর বিন আওয়াম, ৭. হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, ৮. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, ৯. হযরত সাঈদ বিন যায়েদ, ১০. হযরত আবু উবাইদাহ বিন জাররাহ - رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবে আব্দুর রহমান বিন আউফ, হাদিস: ৩৭৬৮, খণ্ড ২, পৃ: ২১৬)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ মাদানী চ্যানেলে উম্মতে মুসলিমাকে দরবারে নবুয়তের এই উজ্জ্বল তারকাদের জীবনীর সাথে পরিচিত করানোর জন্য একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আল মাদীনাতুল ইলমিয়া মজলিসের বিভাগ 'বয়ানাতে মাদানী চ্যানেল'-এর মাদানী ওলামা كَثَّرَهُمُ اللّٰہ - এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উপস্থাপিত এই রিসালাটি সেই ধারাবাহিকেরই একটি অংশ। আল্লাহ পাক 'দাওয়াতে ইসলামীর সমস্ত মজলিস, যার মধ্যে "আল মাদীনাতুল ইলমিয়া" অন্তর্ভুক্ত, কে দিনে গিয়ারভী ও রাতে বারভী উন্নতী দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হযরত মায়্যিদুনা তালহা رضي الله عنه

দরূদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর বাণী: "যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নেয়।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হাদিস নং ২৪৮৩, খণ্ড ২, পৃ: ৪৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসরার পাদ্রী এবং কুরাইশী ব্যবসায়ী

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ-এর গোত্র বনু তাইমের একজন ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরায় গিয়েছিলেন। যখন তিনি বাজারে পৌঁছালেন, তখন দেখলেন একজন পাদ্রী তার উপাসনালয়ে উপস্থিত লোকদের বলছিল: "আরব ভূমি থেকে আসা এই সম্মানিত ব্যবসায়ীদের থেকে একটু জেনে নাও, তাদের মধ্যে হেরেম শরীফের কোনো বাসিন্দা আছে কিনা?" তখন সেই সম্মানিত কুরাইশী ব্যবসায়ী এগিয়ে গিয়ে বললেন: "জি হ্যাঁ! আমি হেরেমের বাসিন্দা।" পাদ্রী যখন

www.dawateislami.net

জানতে পারল, তখন সে অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে সেই কুরাইশী যুবককে জিজ্ঞেস করল: "আপনাদের ওখানে 'আহমদ' নামক কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে কি?" ব্যবসায়ী জিজ্ঞেস করলেন: "ইনি কে?" তখন পাদ্রী আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর পরিচয় এভাবে করিয়ে দিল: "ইনি হযরত আব্দুল মুত্তালিবের নয়নের মণি হযরত আব্দুল্লাহর কলিজার টুকরা। তাঁর আবির্ভাবের মাস এটাই, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর আবির্ভাব হবে হারাম শরীফের ভূমিতে (মক্কা মুকাররমায়)। তারপর তিনি এমন জায়গায় হিযরত করবেন, যার মাটি পাথুরে ও লবণাক্ত হবে, কিন্তু সেখানে প্রচুর খেজুর বাগান থাকবে। তোমার উচিত তাঁর দরবারে অবিলম্বে উপস্থিত হওয়া।"

সেই কুরাইশী ব্যবসায়ী বলেন, পাদ্রীর কথাগুলো আমার অন্তরে গেঁথে গেল এবং আমি সেখান থেকে দ্রুত রওনা হলাম এবং মক্কা মুকাররমায় পৌঁছেই দম নিলাম। মক্কা শরীফে পৌঁছানোর সাথে সাথেই লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, কোনো নতুন খবর আছে কি? তখন তারা বলল: হ্যাঁ! মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যাঁকে আমরা 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে জানি, তিনি নবুয়তের দাবী করেছেন এবং ইবনে আবী কুহাফা (অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) তাঁর উপর ঈমান এনেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর খিদমতে হাযির হলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উপর ঈমান এনেছেন?" তিনি জবাব দিলেন: "হ্যাঁ! এবং চলো, তুমিও তাঁর দরবারে হাযির হতে দেরি করো না, কারণ তিনি সত্যের দাওয়াত দেন।" ব্যবসায়ীর মন পাদ্রীর কথায় ইসলামের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। আশিকে আকবর, সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-

এর নেকীর দাওয়াতে ভরপুর কথা শুনে আরও প্রভাবিত হলেন এবং পাদ্রীর সমস্ত কথাও জানিয়ে দিলেন। অতঃপর, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর গোত্রের সেই যুবক ব্যবসায়ীকে নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর দরবারে হাযির হলেন এবং বসরার পাদ্রী ও আশিকে আকবরের কথায় প্রভাবিত হওয়া এই কুরাইশী ব্যবসায়ী অবশেষে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর বরকতময় আঁচল ধরে মুসলমান হয়ে গেলেন। আর যখন নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে পাদ্রীর কথাগুলো জানালেন, তখন খুব খুশি হলেন। **(দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী, বাব মান তাক্বাদ্দামা ইসলামুহু মিনাস সাহাবা, খণ্ড ২, পৃ: ১৬৬ এবং আল-মুসতাদরাক, কিতাবু মা'রিফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকিবি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, খণ্ড ৪, পৃ: ৪৪৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরাইশী সর্দার নওফল বিন খুওয়াইলিদকে কুরাইশের বাঘ বলা হতো। এই কুরাইশী সর্দার দ্বীনে ইসলামের পতাকা বহনকারীদের উপর এতই যুলুম-অত্যাচার করত যে, হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় দয়ালু পালনকর্তার কাছে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ পাক! আমাদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।" অতঃপর, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং এই কুরাইশী ব্যবসায়ী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন এই যালিম সর্দার এই মহান ব্যক্তিদের উপর সীমাহীন যুলুম চালাল। সে এই দু'জনকে একই রশিতে বাঁধার হুকুম দিল, যাতে তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে না পারে। আর রশি দিয়ে বাঁধার কাজটি কোনো অপরিচিত ব্যক্তি করেনি, বরং সেই কুরাইশী ব্যবসায়ীর আপন ভাই (উসমান বিন উবাইদুল্লাহ) করেছিল। এই মহান ব্যক্তিদেরকে একই রশিতে এজন্য বাঁধা হয়েছিল, যাতে তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে

www.dawateislami.net

নেয়, কিন্তু তাদের দৃঢ়তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসেনি। কারণ, ইসলামের শত্রুতা বাহ্যিকভাবে এই মহান ব্যক্তিদের শরীরকে রশিতে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের ডোরে বাঁধা ছিল। পরে এই দুই মহান ব্যক্তিকে 'কারীনাইন' (দুই সঙ্গী) নামে ডাকা হতো।

(দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী, বাব মান তাক্বাদ্দামা ইসলামুহু মিনাস সাহাবা, খণ্ড ২, পৃ: ১৬৬-১৬৭)

কুরাইশী ব্যবসায়ীর পরিচিতি

নাম ও বংশ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৮৫৫ হি:) 'শরহে সুনানে আবী দাউদ'-এ এই ব্যবসায়ীর পরিচয় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর নাম হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ বিন উসমান কুরাইশী তাইমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ -এর মতোই তাঁর বংশধারাও সপ্তম প্রজন্মে (কা'ব বিন মুররাহ-পর্যন্ত গিয়ে) প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মুবারক বংশের সাথে মিলিত হয়। **(শরহে সুনানে আবী দাউদ লিল আইনী, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইয়াস্তারুল মুসল্লী, হাদিস নং ৬৬৬, খণ্ড ৩, পৃ: ২৪২)**

শারীরিক গঠন:

ইমাম হাকিম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ -এর শারীরিক গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাঁর গায়ের রঙ ছিল লালচে সাদা, উচ্চতা ছিল মাঝারি, বুক ছিল চওড়া এবং কাঁধ প্রশস্ত ছিল। তিনি যখন কোনো দিকে ফিরতেন, তখন পুরো শরীর ঘুরিয়ে

মনোযোগ দিতেন। সুন্দর চেহারায় খুব সুন্দর একটি পাতলা নাক ছিল, তাঁর পা বড় ছিল এবং খুব দ্রুত হাঁটতেন।

(আল-মুসতাদরাক, কিতাবু মা'রিফাতিস সাহাবা, যিকরু মানাকিবি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৪, পৃ: ৪৪৯)

'আত-তাবাকাতুল কুবরা'-তে আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাধারণত উসফুর (হলুদ রঙের একটি গুল্ম, যা দিয়ে কাপড় রঙ করা হতো) দ্বারা রাঙানো পোশাক পরিধান করতেন।

(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক নং ৪৭, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৩, পৃ: ১৬৪)

নবী-রাসূলগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام -এর সাথে নিসবত

হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সকল ছেলের নাম নবী-রাসূলগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام-এর নামে রেখেছিলেন।

(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক নং ৩২, আয-যুবাইর বিন আওয়াম, খণ্ড ৩, পৃ: ৭৪)

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর এগারোজন ছেলে এবং চারজন মেয়ে ছিল। ছেলেদের নামসমূহ হলো: ১. মুহাম্মদ, ২. ইমরান[১], ৩. মূসা, ৪. ইয়াকুব, ৫. ইসমাঈল, ৬. ইসহাক, ৭. যাকারিয়া, ৮. ইউসুফ, ৯. ঈসা, ১০. তাইমী, ১১. সালেহ - رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین ।

ভালো নাম রাখা সন্তানদের অধিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর পবিত্র জীবনী থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ পাকের প্রিয়

১. ইমরান নামে দুজন ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমজন হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام -এর পিতা ইমরান বিন ইয়াসহার এবং দ্বিতীয়জন হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام -এর নানা, হযরত মরিয়মের পিতা হযরত ইমরান বিন মাশান। অর্থাৎ প্রথমজন নবীর পিতা এবং দ্বিতীয়জন নবীর নানা।

www.dawateislami.net

বান্দাদের নামে নিজেদের সন্তানদের নাম রাখা সাহাবায়ে কেরাম رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن -এর সুন্নাত। আর মনে রাখবেন, পিতামাতার উপর সন্তানদের এই অধিকার আছে যে তারা তাদের সন্তানদের ভালো নাম রাখবে। যেমন,

হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর মহান বাণী হলো: " পিতার উপর সন্তানের এই অধিকার আছে যে, সে তার ভালো নাম রাখবে এবং ভালো আদব শেখাবে।" (কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, হাদিস: ৪৫১৮৪, খণ্ড ১৬, পৃ: ১৭৩)

কেমন নাম রাখা উচিত?

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ১৮৮ পৃ:র বই তরবিয়্যতে আওলাদ'-এর ৬৬-৬৭ পৃ:য় রয়েছে: পিতামাতার উচিত সন্তানের ভালো নাম রাখা, কারণ এটি তাদের পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য প্রথম ও মৌলিক উপহার, যা সে সারাজীবন নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে রাখে, এমনকি যখন হাশরের ময়দান কায়েম হবে, তখন সে সেই নামেই তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে ডাকা হবে। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে, তাই তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।"

(সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুল আদব, বাব ফী তাগাইরিল আসমা, হাদিস: ৪৯৪৮, খণ্ড ৪, পৃ: ৩৭৪)

এই হাদিস থেকে সেই লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নিজেদের সন্তানের নাম কোনো চলচিত্র অভিনেতা বা কাফেরদের নামে রাখে। এর চেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় আর কী হতে পারে যে, মুসলমানদের সন্তানকে কাল হাশরের ময়দানে কাফেরদের নামে ডাকা হবে।

www.dawateislami.net

আমাদের সমাজে সন্তানের নাম রাখার দায়িত্ব সাধারণত কোনো নিকটাত্মীয় যেমন দাদী, ফুফু, চাচা ইত্যাদিকে দেওয়া হয় এবং সাধারণত শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা বাচ্চাদের এমন নাম রাখে যার কোনো অর্থ নেই বা ভালো অর্থ নেই। এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। নবী-রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام-এর মুবারক নাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন এবং আউলিয়ায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ-এর নামে নাম রাখা উচিত। এর একটি ফায়দা হলো, সন্তানের সাথে তার পূর্বসূরিদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দ্বিতীয়ত, এই মহান ব্যক্তিদের নামে নাম রাখার বরকতে তার জীবনে মাদানী প্রভাব পড়বে।

হযরত সায়্যিদুনা আবু ওয়াহাব চুশামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আম্বিয়ায়ে কেরাম (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর নামে নাম রাখো।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তাগাইউরুল আসামায়ি, হাদিস: ৪৯৫, ৪/৩৭৪)

নামের প্রভাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কখনো কখনো বলা হয় যে, "অমুক ব্যক্তি তার নামের মতোই", অর্থাৎ, যেমন নাম, তেমনই তার ব্যক্তিত্ব। যেমন,

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃ: সম্বলিত বই 'বাহারে শরীয়ত'-এর ষোলতম খণ্ডের ২৪৪ পৃ:য় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ একটি পবিত্র হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর খিদমতে হাযির হয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার নাম কী?" তিনি বললেন: হাযন - অর্থ: কঠোর। তিনি বললেন: "তুমি সাহল হও।" অর্থাৎ, "তোমার নাম সাহল রাখো, কারণ এর অর্থ হলো নরম, আর হাযন অর্থ কঠোর।" তখন তিনি বললেন, "আমার বাবা যে নাম রেখেছেন, তা আমি পরিবর্তন করব না।" সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, এর ফল এই হলো যে, আমাদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত কঠোরতা পাওয়া যায়।

(সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব তাহওয়ীলিল ইসম ইলা ইসমিন আহসান মিনহু, হাদিস: ৬১৯৩, পৃ: ৫২২)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারূক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন: "তোমার নাম কী?" সে বলল: জামরাহ - অর্থাৎ, জ্বলন্ত অঙ্গার।" পিতার নাম জিজ্ঞেস করলে বলল: "শিহাব - অর্থাৎ, জ্বলন্ত আগুনের শিখা।" গোত্রের নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলল: "হুরাকাহ - অর্থাৎ, আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া বস্তু)।" জন্মস্থানের নাম জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিল: "হাররাতুন নার - অর্থাৎ, আগুনের উত্তাপ)।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোথায় অবস্থিত? সে আরয করল, এটি যাতু লাযা - অর্থাৎ, ধোঁয়াহীন আগুনের শিখাতে অবস্থিত। সেই ব্যক্তির এই পরিচয় শুনে তিনি বললেন: "তোমার পরিবার-পরিজনের দ্রুত খবর নাও, তারা যেন পুড়ে ছাই হয়ে না যায়।" সেই ব্যক্তি নিজের বাড়ি গিয়ে দেখল, সত্যিই তার বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল এবং সবাই পুড়ে মারা গিয়েছিল।

(আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল ইসতি'যান, বাব মা ইউকরাহু মিনাল আসমা, হাদিস: ১৮৭১, খণ্ড ২, পৃ: ৪৫৪)

গুরুত্বপূর্ণ নোট: সন্তানদের নাম কেমন রাখা উচিত, এ বিষয়ে আরও শরয়ী নির্দেশনা পাওয়ার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩১২ পৃ:র বই 'বাহারে শরীয়ত' ষোলতম খণ্ড অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

প্রকৃত ব্যবসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন এবং একজন সফল ব্যবসায়ী কিভাবে লোকসানের ব্যবসা করতে পারেন? তাই, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যে ব্যবসা করেছিলেন, তা খুবই লাভজনক প্রমাণিত হয়েছিল। এভাবে যে, তিনি নিজের শরীর, মন, সম্পদ সবকিছু আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নামে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -ও তা কবুল করে নিয়েছিলেন। যেমন, এমন লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِیۡ نَفۡسَہُ ابۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ اللّٰہِ ؕ وَاللّٰہُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর কোন কোন মানুষ আপন আপন আত্মাকে বিক্রি করে আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশে। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়াবান।

এজন্যই ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রতিটি মুহূর্তে উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক), আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যুলুম-অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেলেও ঘাবড়ানননি, অনুশোচনা করেননি, বরং নিজের মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর নসীহত অনুযায়ী কখনো ধৈর্যের আঁচল হাতছাড়া করেননি।

এবং যখন ইসলামী বিজয়ের ফলে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির যুগ এলো, তখন ধন-সম্পদের চাকচিক্য তাঁর উপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। যেমন, হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর স্ত্রী হযরত সা'দী বিনতে আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন যে, একদিন হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে

www.dawateislami.net

এলেন, আমি তাঁকে চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলাম এবং আরয করলাম: "আমার দ্বারা কোনো ভুল হয়েছে কি?" তিনি বললেন: "না! আমি চিন্তিত, কিন্তু তার কারণ তুমি নও। তুমি তো একজন মুসলিম পুরুষের নেককার স্ত্রী, বরং আমার চিন্তার কারণ হলো, আমার কাছে অনেক সম্পদ জমা হয়ে গেছে এবং আমি বুঝতে পারছি না এগুলো কী করব?" তিনি বলেন, আমি আরয করলাম: "এতেও কি চিন্তার কোনো কারণ আছে? এসব আল্লাহর পথে বণ্টন করে দিন।" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত সম্পদ মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন, এমনকি একটি দিরহামও ছাড়েননি। হযরত সা'দী বিনতে আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন, আমি যখন হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে সম্পদের পরিমাণ জানলাম, তখন তিনি ৪ লক্ষ দিরহাম বলেছিলেন।(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৪৭, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৩, পৃ: ১৬৫; আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৯৫, খণ্ড ১, পৃ: ১১২)

আল্লাহ পাকের সাথে ব্যবসার লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর মতো যে কেউ আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে, আল্লাহ পাক তাকে তাঁর বরকত থেকে কখনো খালি ও বঞ্চিত রাখেন না। যেমন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یُقۡرِضُ اللّٰہَ قَرۡضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَہٗ لَہٗۤ اَضۡعَافًا کَثِیۡرَۃً ؕ وَ اللّٰہُ یَقۡبِضُ وَ یَبۡصُۜطُ ۪ وَ اِلَیۡہِ تُرۡجَعُوۡنَ

(পারা: ২, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৪৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এমন কে আছো, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে এবং আল্লাহ সংকোচন ও প্রশস্ত করেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہ 'খাযাইনুল ইরফান'-এ এই আয়াতের অধীনে বলেন: আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে 'ঋণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, এটি তাঁর দয়া ও করুণার চূড়ান্ত নিদর্শন। বান্দা তাঁরই সৃষ্টি এবং বান্দার সম্পদও তাঁরই দান, প্রকৃত মালিক তিনিই, এবং বান্দা তাঁরই দানের অস্থায়ী মালিকানা রাখে, কিন্তু 'ঋণ' বলে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে এটা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যেভাবে ঋণদাতা নিশ্চিন্ত থাকে যে তার সম্পদ নষ্ট হয়নি এবং সে তা ফেরত পাওয়ার অধিকারী, সেভাবেই আল্লাহর রাস্তায় খরচকারীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে, সে এই দানের প্রতিদান অবশ্যই পাবে এবং অনেক বেশি পাবে। (খাযাইনুল ইরফান, পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৫-এর পাদটীকা)

হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর দৈনিক লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া কোনো জিনিস কখনোই নষ্ট হয় না। আখেরাতে পুরস্কার ও প্রতিদানের অধিকারী তো বটেই, কখনো কখনো দুনিয়াতেও অতিরিক্তসহ হাতোহাত তাকে উত্তম প্রতিদান দেওয়া হয় এবং এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহর রাস্তায় দিলে সম্পদ বাড়ে, কমে না। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: 'সদকা সম্পদ কমায় না'।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব ইসতিহবাবিল আফউ ওয়াত তাওয়াযু', হাদিস ২৫৮৮, পৃ: ১৩৯৮)

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর প্রতিপালকের সাথে যে ব্যবসা করেছিলেন, তার প্রকৃত লাভ তো অবশ্যই তিনি আখেরাতে পাবেন, তবে দুনিয়াতেও তিনি সেটার বরকত থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। যেমন,

www.dawateislami.net

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর দৈনিক আয় এক হাজার দিরহামের বেশি ছিল। (আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৯৬, খণ্ড ১, পৃ: ১১২)

দুনিয়ার তুচ্ছতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ভালোবাসায় হারিয়ে যায়, তাদের চোখে দুনিয়া ও এর মধ্যকার কোনো কিছুরই কোনো গুরুত্ব থাকে না। তারা দুনিয়া থেকে দূরে পালায় এবং সবসময় আখেরাতের সফরের জন্য পাথেয় তৈরি করতে ব্যস্ত থাকে। এজন্যই যখন উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর কাছে শ্রেষ্ঠ মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তখন তিনি বললেন: "পরিষ্কার অন্তর ও সত্যভাষী মানুষই শ্রেষ্ঠ।" আরয করা হলো: "পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী কারা?" তিনি বললেন: "সেই মুত্তাকী ও পরহেযগার মুসলমান, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা, বিদ্বেষ ও হিংসা নেই।" আরয করা হলো: "এর পরে কারা?" তিনি বললেন: "যারা দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।"

(শু'আবুল ঈমান লিল বাইহাকী, বাব হিফযুল লিসান, খণ্ড ৪, পৃ: ২০৫)

ভালোবাসার চাবিকাঠি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অপরিহার্য যে, বান্দা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাক। যেমন হুযুর নবীয়ে রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর বাণী: "যদি তুমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হতে চাও, তবে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে যাও।"

(কু'তুল কুলুব, আল-ফাসলুত তাসি' ওয়াল 'ইশরুন, খণ্ড ১, পৃ: ১৯৫)

www.dawateislami.net

দানশীলতা, দুনিয়া বিমুখতার চাবিকাঠি

শায়খ আবু তালিব মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হওয়ার জন্য সবচেয়ে আগে দানশীলতাকে গ্রহণ করতে হয়, কারণ যে দানশীল নয়, সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হতে পারে না এবং যে দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না, সে আল্লাহ পাকের প্রিয়ও হতে পারে না।

(কুতুল কুলুব, আল-ফাসলুত তাসি' ওয়াল 'ইশরুন, খণ্ড ১, পৃ: ১৯৫)

সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর দানশীলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর গণনা আল্লাহ পাকের সেইসব বান্দাদের মধ্যে হয়, যারা নিজেদের জীবনে সবসময় দুনিয়াকে নিজেদের জুতোর ডগায় রেখেছেন এবং কখনোই সেটার দিকে মনোযোগ দেননি), আর যা উপার্জন করেছেন তা জমা করেননি, বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিয়েছেন। যেমন, একবার তিনি একটি যমি সাত লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন এবং এই অর্থ কিছু কারণে এক রাত তাঁর কাছে রয়ে গেল, ফলে সারা রাত তিনি চিন্তিত ছিলেন, এমনকি সকাল হতেই তিনি সেই সমস্ত অর্থ বণ্টন করে দিলেন।

(আয-যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আখবারু তালহা বিন উবাইদিল্লাহ, হাদিস: ৭৮৩, পৃ: ১৬৮)

একইভাবে ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৭৪৮ হি:) 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'-তে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে রাতের বেলা হাযরামাউত থেকে সাত লক্ষ দিরহাম পাঠানো হলো। তিনি চিন্তিত ও অস্থির হয়ে গেলেন। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন: "আজ আপনার

www.dawateislami.net

কী হয়েছে?” তিনি বললেন, “আমার এই চিন্তা হচ্ছে যে, যে বান্দার রাতগুলো আল্লাহ পাকের দরবারে ইবাদত করতে করতে কাটে, তার ঘরে এত সম্পদ থাকা অবস্থায় আজ সে তাঁর দরবারে কিভাবে হাযির হবে?” তখন মাদানী চিন্তাধারার অধিকারী তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আদবের সাথে আরয করলেন: “এতে চিন্তার কী আছে? আপনি আপনার দরিদ্র বন্ধুদের কথা কেন ভুলে যাচ্ছেন? সকাল হলেই তাদের ডেকে এই সমস্ত সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার নিয়্যত করে নিন এবং তখন পূর্ণ প্রশান্তির সাথে পাকের দরবারে হাযির হোন।” নেককার স্ত্রীর এই কথা শুনে তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে গেল এবং তিনি বললেন: “আপনি সত্যিই একজন নেককার বাবার নেককার মেয়ে।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জেনে রাখুন, এই নেককার বাবার নেককার মেয়ে অন্য কেউ নন, বরং আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর চোখের শীতলতা অর্থাৎ হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ছিলেন। যেমন

সকাল হতেই হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সমস্ত সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করলেন এবং এর কিছু অংশ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর খিদমতেও পাঠালেন। হঠাৎ তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী এসে আরয করলেন: “হে আবু মুহাম্মদ! এই সম্পদে কি পরিবারেরও কোনো অংশ আছে?” তখন তিনি বললেন: “আপনি কোথায় ছিলেন? চলুন, যা বাকি আছে, তা সবই আপনি নিয়ে নিন।” তিনি বলেন, যখন অবশিষ্ট সম্পদের হিসাব করা হলো, তখন তা মাত্র এক হাজার দিরহাম ছিল।

(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ক্রমিক ৭, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৩, পৃ: ১৯)

www.dawateislami.net

না চাইতেই দান

হযরত সায়্যিদুনা কুবাইসা বিন জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর সাহচর্যে থেকেছি, কিন্তু আমি তাঁর চেয়ে বেশি কাউকে দেখিনি, যে না চাইতেই মানুষের মধ্যে প্রচুর সম্পদ বণ্টন করত। (আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৯৪, খণ্ড ১, পৃ: ১১১)

হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর তাওয়াক্কুল

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর স্ত্রী, হযরত সো'দা বিনতে আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বর্ণনা করেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদিনে এক লক্ষ দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় সদকা করেছিলেন এবং সেদিন তিনি নামাযের জন্য মসজিদে যেতে পারেননি, কারণ তাঁর কাছে এমন কোন পোশাক ছিল না, যা পরে মসজিদে যাওয়া যায়।

(মাউসূ'আ লি ইবনিদ দুনিয়া, কিতাবু ইসলাহিল মাল, বাব ফযলিল মাল, হাদিস: ৯৭, খণ্ড ৭, পৃ: ৪২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের প্রয়োজনের জন্যও কিছু বাঁচিয়ে রাখেননি, বরং সবকিছু অন্য অভাবীদের দান করে দিয়েছেন। যেমন,

ক্ষুধার্ত বাঘ

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ১৫৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত বই 'ফয়যানে সুন্নাতের ৮০৬ থেকে ৮০৮ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজভেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ

www.dawateislami.net

-এর সূত্রে নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি শায়খ আহমদ হাম্মাদী সরখসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -কে তাঁর তাওবার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতে লাগলেন "একবার আমি আমার উটগুলো নিয়ে সরখস" থেকে রওনা হলাম। সফরের সময় জঙ্গলে একটি ক্ষুধার্ত বাঘ আমার একটি উটকে আহত করে ফেলে দিল এবং তারপর একটি উঁচু টিলায় চড়ে গর্জন দিতে লাগল। তার আওয়াজ শুনে অনেক জন্তু একত্রিত হয়ে গেল। বাঘটি নিচে নেমে এসে সেই আহত উটটিকে ছিঁড়ে ফেলল, কিন্তু নিজে কিছুই খেল না, বরং আবার টিলায় গিয়ে বসল। একত্রিত হওয়া জন্তুরা উটটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং খেয়ে চলে গেল। অবশিষ্ট মাংস খাওয়ার জন্য বাঘটি কাছে আসতেই একটি খোঁড়া শেয়াল দূর থেকে আসতে দেখা গেল। বাঘটি আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। শেয়ালটি প্রয়োজনমতো খেয়ে চলে যাওয়ার পর বাঘটি সেই মাংস থেকে সামান্য খেল। আমি দূর থেকে এই সবকিছু দেখছিলাম। হঠাৎ বাঘটি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল: "আহমদ! এক লোকমা ত্যাগ করা তো কুকুরদের কাজ, সত্যের পথের পথিকরা তো নিজেদের প্রাণও কুরবানী করে দেয়।" আমি এই অদ্ভুত ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করলাম এবং দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আমার আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলাম।" **(কাশফুল মাহজুব, অনূদিত, পৃ: ৩৮৩)**

www.dawateislami.net

মুরগীর তাওয়াক্কুল

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন আপনারা! ক্ষুধার্ত বাঘ নিজের শিকার অন্য প্রাণীদের জন্য ত্যাগ করে ক্ষুধা সহ্য করার সর্বোত্তম উদাহরণ স্থাপন করল এবং তারপর আল্লাহ পাকের দানে সে কত বড় উপদেশ দিল যে, 'এক লোকমা ত্যাগ করা তো কুকুরদের কাজ, পুরুষের উচিত নিজের প্রাণ কুরবানী করা।' কিন্তু আফসোস! আজকে আমাদের মতো আমলহীন মুসলমানরা এক লোকমা ত্যাগ তো কী করবে, যাদের সামর্থ্য আছে তারা অন্যের মুখ থেকেও লোকমা ছিনিয়ে নেয়, বরং এক লোকমার জন্য কখনো কখনো হত্যা ও লুটপাট থেকেও বিরত থাকে না। প্রচুর খাবার থাকা সত্ত্বেও এক একটি টুকরোর জন্য দাঙ্গা করে বেড়ায়। বলা হয়: 'মাত্র তিনটি প্রাণী খাবার জমা করে থাকে যথা: (১) (আমাদের মতো গুনাহগার) মানুষ, (২) ইঁদুর এবং (৩) পিঁপড়া।' এছাড়া কোনো প্রাণীই পরের সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখে না। আপনি মুরগীর তাওয়াক্কুল দেখেছেন হয়তো, তাকে পানির পাত্র দিলে সে পান করার পর পাত্রের কিনারায় পা রেখে তা উল্টে দেয়। তার নিজের পালনকর্তা আল্লাহ পাকের উপর পূর্ণ ভরসা থাকে যে, এখন পান করিয়েছেন তো তৃষ্ণা পেলে আবার পান করাবেন। আর মজার ব্যাপার হলো, তাকে পান করানোর দায়িত্বও মানুষই পালন করে। হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের তাওয়াক্কুল অতুলনীয় হয়। তাওয়াক্কুলের একটি সংজ্ঞা এটাও যে, 'শুধু আল্লাহ পাকের করুণার উপর ভরসা করা এবং মানুষের কাছে যা আছে তা থেকে হতাশ হয়ে যাওয়া।'

(সারসংক্ষেপ রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ, বাবুত তাওয়াক্কুল, পৃ: ১৬৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه-এর বর্ণিত এই ঘটনা এবং এর অধীনে বর্ণিত শিক্ষা থেকে জানা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এজন্যই তিনি সবকিছু অন্যদের দিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের জন্য কিছুই বাঁচিয়ে রাখেননি।

সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর উপাধি

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর এই গুণাবলীর কারণেই রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সত্যবাদী মুখ থেকে তাঁকে اَلْفَيَّاض (অত্যন্ত দানশীল), اَلْجُود (দানশীলতা) এবং اَلْخَيْر (কল্যাণ)-এর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যেমন,

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ নিজেই বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে طَلْحَةُ الْخَيْر (কল্যাণের তালহা), আশীরার যুদ্ধে طَلْحَةُ الْفَيَّاض (দানশীল তালহা) এবং হুনায়নের যুদ্ধে طَلْحَةُ الْجُود (দানশীলতার তালহা) উপাধিতে স্মরণ করেছেন। (আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৯৭, খণ্ড ১, পৃ: ১১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুর রউফ মুনাব্বী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه (ওফাত ১০৩১ হি:) 'ফয়যুল ক্বাদীর শরহু জামি'ইস সগীর'-এ বলেন যে, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর পক্ষ থেকে তাঁকে এই উপাধিগুলো দেওয়ার কারণ ছিল তাঁর অত্যধিক দানশীলতা। যেমন:

- একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সাত লক্ষ দিরহামের একটি যমিন বিক্রি করে সমস্ত অর্থ গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন।

www.dawateislami.net

- একবার তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাছে কোনো আত্মীয় কিছু চাইলে, সাথে সাথে (কাছে থাকা) তিনশত দিরহাম বা দীনার দান করে দিয়েছিলেন।
- তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতি বছর উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পাঠাতেন।
- একদিন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এক লক্ষ দিরহাম বণ্টন করেছিলেন এবং অবস্থা এমন ছিল যে, সেদিন তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাছে নামাযের জন্য যাওয়ার মতো উপযুক্ত পোশাক ছিল না।

(ফয়যুল ক্বাদীর, হরফুত তা', হাদিস: ৫২৭৪, খণ্ড ৪, পৃ: ৩৫৭)

সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর ফযিলত

'তারীখে মদীনা দামেস্ক'-এ হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়েছে:

- তাঁর গণনা সেই দশজন মহান সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان-এর মধ্যে হয়, যাঁদেরকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।
- তিনি সেই আটজন ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
- তাঁর গণনা সেই পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان -এর মধ্যে হয়, যাঁরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন।
- তিনি সেই ছয়জন মহান ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা খিলাফতের বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারূক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর গঠিত মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।

www.dawateislami.net

তিনি সেই সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان -এর মধ্যে একজন, যাঁদের প্রতি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শেষ সময় পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। (তারীখে মদীনা দামিশক, ক্রমিক ২৯৮৩, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ২৫, পৃ: ৫৪)

সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام-এর সালাম

ইমাম আবু জাফর মুহিব্ব তাবারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه (ওফাত ৩১০ হি:) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক রাতে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উটের হাওদা পড়ে গিয়েছিল। আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে বলতে শুনলাম: "যে আমার হাওদা ঠিক করে দিবে, তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ।" তখন হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাথে সাথে এগিয়ে এসে এই সৌভাগ্যটি নিজের নামে করে নিলেন। যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরোহন হলেন, তখন ইরশাদ করলেন: "হে তালহা! এটা জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছে এবং বলছে যে, আমি কিয়ামতের ভয়াবহতার সময় আপনার সাথে থাকব এবং আপনাকে তা থেকে বাঁচাব।" (আর-রিয়াদুন নাদরা ফী মানাকিবিল আশারা, আল-বাবুল খামিস ফী মানাকিবি আবী মুহাম্মদ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, আল-ফাসলুস সাদিস, যিকরু ইখতিসাসিহি..., খণ্ড ২, আল-জুযউর রাবি', পৃ: ২৫৪)

জান্নাতী প্রতিবেশী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে জানা গেল যে, যে দশজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان-কে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -এর গণনাও সেই আশারায়ে মুবাশ্শারার মধ্যে হয়। কিন্তু এই সুসংবাদ পাওয়ার পরেও যখনই তিনি আরও বরকত অর্জনের সুযোগ পেতেন, তিনি তা কখনো

www.dawateislami.net

হাতছাড়া করতেন না। আর এর উপর আরও ইন'আম (পুরস্কার) এই মিলল যে, তাঁকে জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দেওয়া হলো।

যেমন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমি নিজের কানে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে এটা বলতে শুনেছি যে, "তালহা ও যুবাইর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে।" (জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিবি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, হাদিস: ৩৭৬২, খণ্ড ৫, পৃ: ৪১৩)

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল

উহুদের যুদ্ধের দিন দুই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। যখন তিনি একটি পাথরের উপর ওঠার ইচ্ছা করলেন, তখন (বর্মের কারণে) উপরে উঠতে কষ্ট হলো। তাই, তিনি হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -কে নিচে বসিয়ে তাঁর উপর চড়ে পাথরে উঠে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে এটি বলতে শুনেছি যে, "তালহার জন্য (জান্নাত) ওয়াজিব হয়ে গেল।"

(জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিবি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, হাদিস: ৩৭৫৯, খণ্ড ৫, পৃ: ৪১২)

শাহাদাতের সুসংবাদ

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, আমি নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি যমিনে হেঁটে-চলে বেড়ানো কোনো শহীদকে দেখে খুশি হতে চায়, সে যেন তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে দেখে নেয়।" (আল-মারজি'উস সাবিক, হাদিস: ৩৭৬০)

www.dawateislami.net

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর পরিবারের সাথে সম্পর্ক:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম আবু জাফর মুহিব্ব তাবারী (ওফাত ৩১০ হি:) رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর হুসনে আখলাকের মূর্ত প্রতীক আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর পরিবারের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং তা হলো, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা যয়নাব বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -এর বোন হযরত সায়্যিদাতুনা হামনা বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا -কে বিয়ে করেছিলেন এবং এই দু'জনই আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর ফুফু সায়্যিদা উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। **(আর-রিয়াদুন নাদরা ফী মানাকিবিল আশারা, আল-বাবুল খামিস ফী মানাকিবি আবী মুহাম্মদ তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, আল-ফাসলুস সাদিস, যিকরু আন্নাহু সালাফুন নাবী ফিল দুনিয়া ওয়াল আখিরা, খণ্ড ২, আল-জুযউর রাবি', পৃ: ২৫৯)**

৩৬ হিজরত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে যখন হিজরতের হুকুম দেওয়া হলো এবং তিনি মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন, সেই সময় হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া দেশে গিয়েছিলেন। অতঃপর, যখন তিনি খুররার নামক স্থান থেকে মদীনা শরীফের দিকে রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -ও মিলিত হলেন। তিনি যেহেতু কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর খিদমতে শামী পোশাক পেশ করলেন এবং আরয

www.dawateislami.net

করলেন: "মদীনাবাসীরা আপনার আগমনের অপেক্ষায় চোখ বিছিয়ে বসে আছে।" তখন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনাবাসীদের অপেক্ষার কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের সফর দ্রুততর করে দিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মক্কার দিকে চলে গেলেন। মক্কায়ে মুকাররমায় পৌঁছে তিনি প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করলেন এরপর হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم - এর সেই আশিক আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ - এর পরিবারকে সাথে নিয়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর মহান দরবারে উপস্থিত হলেন।

(তারীখে মদীনা দামিশক, ক্রমিক ২৯৮৩, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ২৫, পৃ: ৬৬)

ভ্রাতৃত্ব ও ভাইয়ের বন্ধন

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নিজেদের আপনজনেরাও পর হয়ে গেল, তখন হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমায় তাঁদের দু'জনকে ভাই বানিয়ে দিলেন, যা মুওয়াখাত নামে পরিচিত। আর হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا-এর মধ্যে মুওয়াখাত স্থাপন করলেন।

(উসদুল গাবা, বাবুত তা', তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আল-কুরাশী, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৪)

আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্ততা

মদীনা শরীফের জীবন মক্কা মুকাররমা থেকে যথেষ্ট ভিন্ন ছিল। মদীনা শরীফের বিপরীতে মক্কা মুকাররমায় ইসলামী শিক্ষার উপর আমল

www.dawateislami.net

করা জীবন বাজি রাখার সমান ছিল। তাই মদীনা শরীফে পৌঁছে মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল মাত্র, কিন্তু মক্কার কাফিররা এটাও সহ্য করতে পারল না এবং তারা শান্তি ও সম্প্রীতির শিক্ষা দেওয়া লোকদের রক্তও মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পেছনে লেগে গেল। রাসূলে করীম রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মক্কায়ে মুকাররমায় যে ধৈর্যের আঁচল ধরে থাকার হুকুম দিয়েছিলেন, এখন মদীনা মুনাওয়ারায় কাফিরদের দুরাচারীদের অনিষ্টতা দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করার হুকুম দিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কা মুকাররমার কষ্ট ও কঠিন সময়ে সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان ধৈর্যের আঁচল ধরে রেখেছিলেন এবং কখনো তাঁদের দৃঢ়তায় কমতি আসেনি, বরং এই কষ্ট তো আরও তাঁদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়েছিল। যেমন কোনো কবি সাহাবায়ে কেরামের এই কাজকে গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে গিয়ে কী সুন্দর বলেছেন:

তুনদিয়ে বাদে মুখালিফ সে না ঘাবরা এ উক্বাব
ইয়ে তু চলতী হে তুঝে উঁচা উড়া নে কে লিয়ে

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর গণনা সেই আত্মত্যাগী সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان-এর মধ্যে হয়, যাঁরা নিজেদের শরীর, মন, সম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করার শপথ নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রতিটি মুহূর্তে এই অপেক্ষায় থাকতেন যে, কখন কোনো নতুন হুকুম আসবে আর তাঁরা তা পালনে অগ্রগামিতা করবেন। এজন্যই হক ও বাতিলের মধ্যে হওয়া প্রথম যুদ্ধ অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ শরীক হতে পারেননি, কারণ তিনি মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হুকুম পালনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যুদ্ধের শেষে না শুধু তাঁকে গনীমতের

www.dawateislami.net

মালে অংশ দিয়েছিলেন, বরং পুরস্কার ও প্রতিদানের সুসংবাদও দিয়েছিলেন। যেমন,

দুনিয়ার সম্পদের সাথে আখেরাতের পুরস্কারও

'আত-তাবাকাতুল কুবরা'-তে আছে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে এই খবর ছিল যে, মক্কাবাসীদের একটি কাফেলা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া দেশে গিয়েছে এবং যখন তার ফেরার সময় ঘনিয়ে এলো, তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দশ দিন আগে হযরত সায়্যিদুনা তালহা এবং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا -কে গোয়েন্দার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা দু'জন হাওরা নামক স্থানে সেই কাফেলার অপেক্ষায় থাকলেন। যখন কাফেলা তাঁদের পাশ দিয়ে গেল, তখন তাঁরা রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -কে খবর দেওয়ার জন্য রওনা হলেন, কিন্তু নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তাই, তিনি তাঁদের পৌঁছানোর আগেই সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে কাফেলা ওয়ালারা মুসলমানদের আক্রমণের খবর পেয়ে মক্কাবাসীদের সাহায্যের জন্য ডাকল এবং উপকূলীয় পথ ধরে খুব দ্রুত রাত-দিন সফর করে মক্কায় পৌঁছে গেল। হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ এবং হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا-এর নিকট রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর রওনা হওয়ার খবর ছিল না। যখন তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে জানতে পারলেন, তখন সাথে সাথে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর দিকে রওনা হলেন এবং যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর দরবারে পৌঁছালেন, তখন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বদরের যুদ্ধের শেষে ফিরে আসছিলেন।

(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৪৭, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৩, পৃ: ১৬২)

www.dawateislami.net

আল্লামা ইবনে আব্দুল বারর কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৪৬৩ হি:) 'আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব'-এ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দরবারে নবুয়তে হাজির হয়ে আরয করলেন: "তাঁরা কি বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালে অংশ পাবে?" তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অত্যন্ত স্নেহভরে ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! তোমরা অবশ্যই অংশ পাবে।" আর যখন তিনি বদরের সাথীদের প্রাপ্ত পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে আরয করলেন যে, আমার পুরস্কার কী হবে? তখন তিনি বললেন: "তুমিও পুরস্কার পাবে।"

(আল-ইসতি'আব, ক্রমিক ১২৮৯, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী, খণ্ড ২, পৃ: ৩১৭, সংক্ষেপে)

বীরত্ব ও সাহসিকতা

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বদরের যুদ্ধে যেহেতু বীরত্বের নিদর্শন দেখাতে পারেননি, তাই যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য ময়দান সাজানো হলো, তখন তিনি এমন বীরযোদ্ধা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, সবাই দেখতেই থাকল। যেমন,

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, যখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উহুদের যুদ্ধের কথা মনে পড়ত, তখন তিনি কাঁদতে থাকতেন এবং বলতেন যে, এই দিন তো ছিলই হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ-এর। তিনি বলেন, যখন আমি (বিশৃঙ্খল অবস্থায়) সবার আগে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর দিকে মনোযোগ দিলাম, তখন দেখলাম একজন ব্যক্তি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে রক্ষা করছেন। আমার মনে হলো, খোদা

www.dawateislami.net

করুক ইনি যেন হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হন এবং সত্যিই তিনি সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-ই ছিলেন। আর আমার কাছে তখন সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এটাই ছিল যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর রক্ষায় এই বীরত্বপূর্ণভাবে প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তি আমার গোত্রেরই হোক। (তারীখে ইসলাম লিল ইমাম আয-যাহাবী, খণ্ড ২, পৃ: ১৯০)

ফেরেশতারা ডানার উপর তুলে নেন:

উহুদের যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানদের উপর রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর শাহাদাতের গুজব বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়ল, তখন সকলের হৃদয় ভেঙে গেল। এক বর্ণনায় আছে যে, সেই সময় বারোজন এমন আত্মত্যাগী ছিলেন, যাঁরা আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহববু صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর চারপাশে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাকে ইসলামের শত্রুদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের প্রাণ উপহার হিসেবে পেশ করছিলেন। এই বারোজন আত্মত্যাগীর মধ্যে এগারোজন আনসারী এবং একজন মুহাজির ছিলেন। আর এই মুহাজির ছিলেন হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করছিলেন। যখন মুশরিকরা জানতে পারল, তখন তারা সাথে সাথে এদিকে আক্রমণ করল। তখন রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ইসলামের শত্রুদের কে থামাবে?" শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় বিভোর সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি তাদের থামাব।" কিন্তু রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনুমতি দিলেন না এবং

www.dawateislami.net

বললেন: "এখনো তোমার সময় আসেনি।" অতঃপর, একজন আনসারী এগিয়ে গিয়ে কাফিরদের অগ্রগতি থামানোর চেষ্টা করলেন, যাতে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পাহাড়ে উঠে নিরাপদ হয়ে যান, কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। এইভাবে একে একে সমস্ত আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ নিজেদের প্রাণ আক্বার নামে উৎসর্গ করে দিলেন এবং সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ছাড়া আর কেউ বাকি রইল না। তিনি কাফিরদের আরও এগিয়ে আসতে দেখে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর অনুমতি নিয়ে কাফিরদের উপর এমন আক্রমণ করলেন যে, তাদের ষষ্ঠ দিনের দুধ মনে পড়ে গেল - অর্থাৎ, চরম শিক্ষা দিলেন)। আর অবশেষে কাফির দুরাচারীরা নিজেদের নিন্দনীয় উদ্দেশ্যতে সফলতার কোনো পথ না পেয়ে পালিয়ে গেল।

একটি বর্ণনায় তিনি নিজেই বলেন যে, কাফিরদের এই আক্রমণে একজন ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর উপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তখন আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম, যার ফলে আমার হাত অবশ হয়ে গেল এবং কষ্টের তীব্রতায় মুখ থেকে আওয়াজ বেরিয়ে গেল। তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হায়! তুমি যদি بِسۡمِ اللّٰہ বলতে বা আল্লাহ পাককে স্মরণ করতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাকে নিজেদের ডানার উপর তুলে নিত এবং মানুষ তোমাকে নিজেদের চোখে আকাশে উড়তে দেখত।" **(দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী, বাব তাহরীযিন নাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আসহাবাহু আলাল কিতাল ইয়াওমা উহুদ... ইত্যাদি, খণ্ড ৩, পৃ: ২৩৬)**

www.dawateislami.net

বীরত্বের সত্তরটিরও বেশি পদক

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, উহুদের যুদ্ধে যখন আমরা হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর দিকে মনোযোগ দিলাম, তখন আমরা দেখলাম যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর পবিত্র শরীরে সত্তরটিরও বেশি ছোট-বড় ক্ষত রয়েছে এবং তাঁর আঙ্গুলগুলোও কেটে গিয়েছিল।

(মা'রিফাতুস সাহাবা লি আবী নু'আইম, মা'রিফাতু তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, হাদিস: ৩৬৯, খণ্ড ১, পৃ: ১১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর নামে প্রাণ দেওয়াতে যে মজা আছে, তা দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিসে নেই। এজন্যই আনসারী সাহাবীরা পাগলের মতো রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দুনিয়া পর্যন্ত নিজেদের চিহ্ন ছেড়ে গেছেন।

জান দি, দি হুয়ি উসি কি থীহ
হক তো ইয়ে হে কেহ হক আদা না হো

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ 'হিদায়িকে বখশিশ'-এ নিজের প্রেমের অনুভূতির প্রকাশ এভাবে করেছেন:

করুঁ তেরে নাম পর জাঁ ফিদা, না ব্যস এক জাঁ দো জাহাঁ ফিদা
দো জাহাঁ সে ভী নেহী জি ভরা, করুঁ কিয়া করোড়ো জাহাঁ নেহী

অনুবাদ: "তোমার নামে প্রাণ উৎসর্গ করি, শুধু এক প্রাণ নয়, দুই জাহান উৎসর্গ করি। দুই জাহান দিয়েও মন ভরেনি, কী করি, কোটি জাহানও তো নেই।"

www.dawateislami.net

মান্নত পূরণকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ, যাঁরা কোনো কারণে বদরের যুদ্ধে জিহাদের সুযোগ পাননি, তাঁরা এই শপথ করেছিলেন যে, এখন যদি তাঁদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর উপর প্রাণ উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়, তাহলে তাঁরা অবিচল থাকবেন এবং যুদ্ধ করতে থাকবেন, যতক্ষণ না শহীদ হয়ে যান। এই শপথকারীদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী, সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সাঈদ বিন যায়েদ, সায়্যিদুনা আমীর হামযা এবং সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ প্রমুখও ছিলেন। যেমন,

আল্লাহ পাক তাঁদের এই শপথকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: মুসলমানদের মধ্যে কিছু পুরুষ এমন আছে, যাঁরা সত্য প্রমাণিত করেছে যেই অঙ্গীকার তাঁরা আল্লাহর সাথে করেছিল, সুতরাং তাঁদের মধ্যে কেউ নিজের মানত পূর্ণ করেছেন, এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে, আর তাঁরা একটুও বদলায়নি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে যে লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা নিজেদের ওয়াদা সত্য প্রমাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা আমীর হামযা এবং হযরত সায়্যিদুনা মুস'আব বিন উমায়ের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাঁরা জিহাদের ময়দানে অবিচলতার সাথে যুদ্ধ করে গিয়েছেন এবং অবশেষে) শহীদ হয়ে হয়েছেন। আর শাহাদাতের অপেক্ষাকারীদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণী এবং হযরত সায়্যিদুনা তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উদ্দেশ্য। (আল-কাশশাফ, পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ২৩-এর অধীনে, খণ্ড ৩, পৃ: ৫৩২)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন, একবার আমি আমার ঘরে বসেছিলাম এবং আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ-এর সাথে আঙিনায় উপস্থিত ছিলেন। এই সময় হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর খিদমতে হাযির হলেন। তখন রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি কোনো এমন জীবিত ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে নিজের মান্নত পূর্ণ করেছে, সে যেন তালহা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)-কে দেখে নেয়।" (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, মুসনাদে আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, হাদিস: ৪৮৭৭, খণ্ড ৪, পৃ: ২৭২; আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ১৯৫, খণ্ড ১, পৃ: ১১২)

বা-আদব বা-নসীব

তিরমিযী শরীফে আছে, সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ একজন আরব্য লোককে বললেন, যে দরবারে নববীর আদব সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত ছিল না, সে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে সেই সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যাঁদের বিষয়ে কুরআন করীমে এসেছে, তাঁরা নিজেদের মান্নত পূর্ণ করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে সাধারণত নিজেরা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন এবং চেষ্টা করতেন যে, অন্য কেউ প্রশ্ন করুক বা কোনো গ্রাম্য লোক আসলে তাকে প্রশ্ন করতে বলতেন। যেমন,

www.dawateislami.net

যখন সেই গ্রামীণ লোকটি রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর কাছে নিজের মান্নত পূরণকারী সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন তিনি কোনো জবাব দিলেন না। সে দুই-তিনবার একই প্রশ্ন করল, কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না। হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, এই সময় আমি মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। তখন আমি সবুজ রঙের পোশাক পরা ছিলাম। যখন নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে দেখলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন: "সে কোথায়, যে মান্নত পূরণকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল?" গ্রামীণ লোকটি সাথে সাথে) আরয করল: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আমি এখানেই আছি।" তখন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর দিকে দেখে) ইরশাদ করলেন: "ইনিও সেই লোকদের মধ্যে, যাঁরা নিজেদের মান্নত পূর্ণ করেছেন।"

(জামি' আত-তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাব মানাকিবি তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, হাদিস: ৩৭৬৩, খণ্ড ৫, পৃ: ৪১৪)

নম্রতা ও বিনয়

হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার কিছু লোককে নামায পড়ালেন। সালামের পর তিনি লোকদের দিকে মনোযোগ দিলেন আর বললেন: "আমি সামনে যাওয়ার আগে তোমাদের থেকে অনুমতি নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমরা কি আমার নামায পড়ানোতে সন্তুষ্ট? সবাই আরয করল: "জি হ্যাঁ! আমরা সবাই সন্তুষ্ট এবং হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর সঙ্গীর অনুসরণে নামায পড়াকে কে না ভালো মনে করবে?" তখন তিনি বললেন: "আমি প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো গোত্রের ইমাম হয় এবং তারা তাকে পছন্দ না করে, তবে তার নামায পড়ানো জায়িয নয়।"

(আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ২১০, খণ্ড ১, পৃ: ১১৫)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ-এর নম্রতা ও বিনয়ের উপর কুরবান যান! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এটা এজন্য বলেননি যে, তাঁর লোকদের আপত্তির আশঙ্কা ছিল, বরং তিনি তো সতর্কতামূলকভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কারো আমার নামায পড়ানোতে আপত্তি তো নেই? আর এটা কিভাবে হতে পারে যে, যাঁকে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, লোকেরা তাঁর অনুসরণকে ভালো মনে করবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ তাকওয়া ও পরহেজগারীর সর্বোচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা সবসময় চেষ্টা করতেন যে, সুন্নাতের পরিপন্থী যেন কোনো কাজ না করেন। এজন্যই তাঁরা নিজেদের জীবন কুরআন ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করে দিয়েছিলেন এবং এই পথে আসা সমস্যার কোনো পরোয়া করেননি। যেমন,

হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা

কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ হাদিস বর্ণনাকে কুরআন ও সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম বানিয়েছিলেন এবং কিছুজন নিজেদের জীবনকে এমনভাবে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم-এর সুন্নাতের অনুকরণে সপে দিয়েছিলেন যে, শুধুমাত্র এই ভয়ে যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন (কম-বেশি) যেন না হয়ে যায়। যদি তাঁদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতো যে, এই শব্দগুলো প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর নয়, তাহলে তাঁরা কখনো বর্ণনা করতেন না। যেমন,

www.dawateislami.net

বৃদ্ধ বয়সে হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন, যদি আমার ভুলের আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই হাদিস বর্ণনা করতাম। (সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ইত্তাকাউল হাদিস, হাদিস: ২৩৫, খণ্ড ১, পৃ: ৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর গণনা সেই মহান সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ -এর মধ্যে হয়, যাঁরা খুব কম হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন,

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ (ওফাত ৮৫৫ হি:) তাঁর সম্পর্কে 'শরহে আবু দাউদ'-এ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে মোট ৩৮টি হাদিস বর্ণিত আছে। এর মধ্যে তিনটি হাদিস বুখারী শরীফে এবং চারটি মুসলিম শরীফে রয়েছে।

(শরহে আবী দাউদ লিল আইনী, কিতাবুস সালাত, বাব মা ইয়াস্তারুল মুসল্লী, হাদিস: ৬৬৬, খণ্ড ৩, পৃ: ২৪২)

শেষ সফর

জামালের যুদ্ধের সময় এগারোই জমাদিউল আখির ৩৬ হিজরী (বৃহস্পতিবার) মারওয়ান বিন হাকাম হযরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর পায়ে একটি তীর মারে, যার ফলে তাঁর রক্তের শিরা খুবই খারাপভাবে কেটে যায়। যখন তা বন্ধ করা হতো, তখন পা ফুলে যেত এবং ছেড়ে দিলে প্রচুর রক্ত বের হতো। তখন তিনি বললেন: "একে এভাবেই ছেড়ে দাও, এটা আল্লাহ পাকের তীরগুলোর মধ্যে একটি তীর, অর্থাৎ আমার শাহাদাত এরই সাথে নির্ধারিত ছিল।" এরই কারণে ৬০ বা ৬৪ বছর বয়সে তিনি এই অস্থায়ী বাসস্থান ছেড়ে স্থায়ী বাসস্থানে চলে যান।

(আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী, খণ্ড ২, পৃ: ৩২০, সংক্ষেপে)

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-কে যখন হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ-এর শাহাদাতের খবর দেওয়া হলো, তখন সাথে সাথে তিনি তাঁর পবিত্র দেহের কাছে উপস্থিত হলেন। বাহন থেকে নেমে হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর পাশে বসে গেলেন এবং তাঁর নূরানী চেহারা ও দাড়ি মুবারক থেকে ধুলোবালি পরিষ্কার করে খুবই ব্যথিত হয়ে বললেন: "হায়! এই দিন দেখার আগে যদি আমি বিশ বছর আগেই এই দুনিয়া থেকে চলে যেতাম।" **(তারীখে মদীনা দামিশক, ক্রমিক ২৯৮৩, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ২৫, পৃ: ১১৫; আল-মু'জামুল কবীর, হাদিস: ২০২, খণ্ড ১, পৃ: ১১৩)**

হত্যাকারীর জন্য জাহান্নামের সংবাদ

'তাবাকাতে ইবনে সা'দ'-এ আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা তালহা বিন উবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর হত্যাকারী আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ -এর খিদমতে হাযির হয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাইল, তখন তিনি লোকদের বললেন: "তাকে জাহান্নামের সংবাদ দিয়ে দাও।" **(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ, ক্রমিক ৪৭, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, খণ্ড ৩, পৃ: ১৬৯)**

এক কবর থেকে অন্য কবরে

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৩৪৬ পৃষ্ঠার বই 'কারামাতে সাহাবা' এর ১১৮ থেকে ১২০ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, শাহাদাতের পর তাঁকে বসরার নিকটবর্তী দাফন করা হয়েছিল, কিন্তু যে স্থানে তাঁর কবর শরীফ তৈরি করা হয়েছিল, তা নিচু হওয়ায় কবর মুবারক মাঝে মাঝে পানিতে ডুবে যেত। তিনি একজন ব্যক্তিকে বারবার লাগাতার

www.dawateislami.net

স্বপ্নে এসে নিজের কবর পরিবর্তনের হুকুম দিলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি দশ হাজার দিরহামে একজন সাহাবীর বাড়ি কিনে সেখানে কবর খুঁড়লেন এবং হযরত তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর মুকাদ্দাস লাশ পুরনো কবর থেকে বের করে এই কবরে দাফন করলেন। অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁর পবিত্র শরীর অক্ষত এবং সম্পূর্ণরূপে সজীব ও তাজা ছিল। (উসদুল গাবা, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ আত-তাইমী, খণ্ড ৩, পৃ: ৮৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা বর্ণনা করার পর শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, চিন্তা করুন, কাঁচা কবর যা পানিতে ডুবে থাকত, অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও একজন ওলী ও শহীদের লাশ নষ্ট হয়নি, তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام বিশেষ করে হুযুর সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর মুকাদ্দাস শরীরকে কবরের মাটি কিভাবে নষ্ট করতে পারে? এজন্যই হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَنَّ اللّٰہَ حَرَّمَ عَلَی الۡاَرۡضِ اَنۡ تَاۡکُلَ اَجۡسَادَ الۡاَنۡبِیَاء (মিশকাত, পৃ: ১২১) (অর্থাৎ, আল্লাহ পাক যমিনের জন্য নবী-রাসূলগণ عَلَیۡہِمُ السَّلَام -এর শরীর গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন।)

একইভাবে এই বর্ণনা থেকে এই মাসআলার উপরও ইংগিত হয় যে, শহীদগণ নিজেদের জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ-এর সাথে নিজেদের কবরে জীবিত আছেন, কারণ তাঁরা যদি জীবিত না হতেন, তাহলে কবরে পানি ভরে যাওয়ায় তাঁদের কী কষ্ট হতো? একইভাবে এই বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল যে, শহীদগণ স্বপ্নে এসে জীবিতদের নিজেদের অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন, কারণ আল্লাহ পাক তাঁদেরকে এই ক্ষমতা দান করেছেন যে, তাঁরা স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় নিজেদের কবর থেকে বেরিয়ে জীবিতদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলতে পারেন।

www.dawateislami.net

এখন চিন্তা করুন, যেখানে শহীদদের এই অবস্থা এবং তাঁদের শারীরিক জীবন-এর এই মর্যাদা, তাহলে নবী-রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষ করে হুযুর সায়্যিদুল আম্বিয়া صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর শারীরিক জীবন এবং তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতা-এর কী অবস্থা হবে!

(কারামাতে সাহাবা, পৃ: ১১৮-১২০)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

ইয়ারানে নবী কা ওয়াসফ কিস সে হো আদা
এক এক হে উন মে নাযিমে নাযিমে হুদা
পায়ে কোয়ি কিঁউ কর উস রুবায়ী কা জাওয়াব
এ আহলে সুখন জিস কা মুসান্নিফ হো খোদা। (যওকে নাত)

থে তো আ-বা ওহ তুমহারে হি, মাগার তুম কিয়া হো?

সফহায়ে দাহার সে বাতিল কো মিটায়া কিস নে?
নোয়ে ইনসাঁ কো গোলামী সে ছোড়ায়া কিস নে?
মেরে কা'বে কো জাবীনোঁ সে বাসায়া কিস নে?
মেরে কুরআন কো সিনো সে লাগায়া কিস নে?
থে তু আ-বা ওহ তুমহারে হি, মাগার তুম কিয়া হো?
হাত পর হাত দাহরে মুনতাযির ফারদা হো!
মানফায়াত এক হে ইস কওম কি, নুকসান ভী এক
এক হি সব কা নবী, দ্বীন ভী, ঈমান ভী এক
হেরেমে পাক ভী, আল্লাহ ভী, কুরআন ভী এক
কুছ বড়ী বাত থী হুতে জো মুসলমান ভী এক!
ফিরক্বা বান্দী হে কেহে, অর কেহী যাতী হে!
কিয়া যমানে মে পিনাপনে কি ইয়েহী বাতে হে?

www.dawateislami.net

উৎস ও তথ্যসূত্র

আল-কুরআনুল কারীম	আল্লাহর বাণী	
কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
তরজামায়ে কুরআন কানযুল ঈমান	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা বিন নকী আলী খান, ১৩৪০ হি:	
খাযাইনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ১৩৬৭ হি:	
আল-কাশশাফ	জারুল্লাহ মাহমুদ বিন আমর আয-যামাখশারী, ৫৩৮ হি:	দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী, ২৬১ হি:	দারুল মুগনী
সুনান আত-তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা আত-তিরমিযী, ২৭৯ হি:	দারুল ফিকর, বৈরুত
আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন	ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-হাকিম, ৪০৫ হি:	দারুল মা'রিফা, বৈরুত
মুসনাদে আবী ইয়া'লা	আবু ইয়া'লা আহমদ আল-মাউসিলী, ৩০৭ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মাউসূ'আ লি ইবনিদ দুনিয়া	ইমাম আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, পরিচিত ইবনে আবিদ দুনিয়া নামে, ২৮১ হি:	আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, বৈরুত
শু'আবুল ঈমান লিল বাইহাকী	ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকী, ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আল-মু'জামুল কবীর	হাফিয সুলাইমান বিন আহমদ আত-তাবারানী, ৩৬০ হি:	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী
আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব	ইমাম যাকীউদ্দীন আব্দুল আযীম আল-মুনযিরী, ৬৫৬ হি:	দারু ইবনে কাসীর, বৈরুত
ফয়যুল ক্বাদীর শরহু জামি'ইস সগীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ আল-মুনাভী, ১০৩১ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
শরহে আবী দাউদ লিল আইনী	আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ৮৫৫ হি:	মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ
দালাইলুন নুবুওয়াহ লিল বাইহাকী	ইমাম আহমদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকী, ৪৫৮ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া

www.dawateislami.net

কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
আয-যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২৪১ হি:	দারুল গাদিল জাদীদ
আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সা'দ	ইমাম মুহাম্মদ বিন সা'দ আল-বসরী, ২৩০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
আর-রিয়াদুন নাদরা	ইমাম আহমদ বিন আবদুল্লাহ আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, ৬৯৪ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তারীখে মদীনা দামেস্ক	হাফিয আবুল কাসিম আলী বিন হাসান আশ-শাফিয়ী, পরিচিত ইবনে আসাকির নামে, ৫৭১ হি:	দারুল ফিকর
উসদুল গাবা	ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ আল-জাযারী, ৬৩০ হি:	দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী
আল-ইসতি'আব	ইমাম আবু আমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ, ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
মা'রিফাতুস সাহাবা	ইমাম আবু নু'আইম আহমদ বিন আবদুল্লাহ, ৪৩০ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
তারীখে ইসলাম লিল ইমাম আয-যাহাবী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আয-যাহাবী, ৭৪৮ হি:	দারুল কুতুবিল আরাবী
কুতুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মক্কী, ৩৮৬ হি:	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
কারামাতে সাহাবা	শায়খুল হাদিস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী, ১৪০৬ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা
ফয়যানে সুন্নাত	আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়ত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ان شاء الله নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। ان شاء الله .

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৪০৩৫৮৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net